Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ১২: এপ্রিল-জুন ২০১৮

অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অংশীজনদের সাথে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে 'অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। ব্লু গোল্ড ডিএই কম্পোনেন্টের উদ্যোগে ২৬ জুন ২০১৮ আ.কা.মু. গিয়াসউদ্দিন মিল্কী অডিটরিয়াম, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকায় আয়োজন করা হয় এই কর্মশালার । ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম নির্বাচিত ২২টি পোল্ডার নিয়ে কাজ করলেও ১৪ জেলার ৬০ উপজেলার ১৩৯টি পোল্ডারে প্রকল্প কার্যক্রমের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক কৃষিবিদ অমিতাভ দাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকৌশলী এ এম আমিনুল হক, প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মো. আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশস্থ রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজর (ওয়াটার) রিয়াজ উদ্দিন খান, টিএ কম্পোনেন্টের ডেপুটি টিম লিডার আলমগীর চৌধুরীসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম, পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ তাহমিনা বেগম, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মো. হুমায়ুন কবীর। এছাড়াও নিবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. মো. আব্দুর রহিম এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী পরিচালক মো. আমিরুল হোসেন। প্রথম কারিগরি পর্বে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীরের সভাপতিত্বে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা আলোচিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় কারিগরি পর্বে নিবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী ড. মনোরঞ্জন মন্ডল।

উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে কৃষি উন্নয়নে সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অত্যন্ত কার্যকর একটি কৌশল হিসেবে প্রতীয়মান হওয়ায়, ধারণাটি ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো তাদের মূলধারার কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করবে মর্মে কর্মশালায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। কর্মশালায় প্রকল্পের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো উপকূলীয় সকল (১৩৯টি) পোল্ডারে সম্প্রসারণের জোর সুপারিশ করা হয়।

কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে পানি ব্যবস্থাপনা দল

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, কর্ম এলাকার বিভিন্ন পোল্ডারে ২০১৩ সাল থেকে কৃষির বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই কর্মসূচির লক্ষ্য। কৃষির ক্ষেত্রে ব্লু গোল্ড পোল্ডারবাসীকে গবাদি প্রাণি ও হাঁস মুরগি প্রতিপালন, মাছ চাষ এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সংযুক্ত করেছে।

ব্লু গোল্ড পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন করছে। প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা, সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা, সমাজভিত্তিক মাছ চাষ এবং নতুন ফসল প্রচলনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। কৃষকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সঠিক প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারিত হচ্ছে। দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পারস্পরিক শিখন, ভিডিও, নাটক, মেলা ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে কৃষক ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ।

২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় দেখা যাচ্ছে, পোল্ডার পর্যায়ে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৮৭.২%। গবাদি প্রাণি প্রতিপালনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বেড়েছে ২৫.৭%। গাভী পালনের মাধ্যমে দৈনিক দুধ উৎপাদন বেড়েছে গাভীপ্রতি ২.১৬ থেকে ৫.০৪ লিটার (পোল্ডার-২)। দেশি হাঁস মুরগির সংখ্যা বেড়েছে ৫১% এবং এর মাধ্যমে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৩%। মাঠ ফসলের ক্ষেত্রে শস্য নিবিড়তা ১৯২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২১২%।

স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে পানি চলাচলে বাধা অপসারণ

দীর্ঘদিন ধরে ৪৩/২ই পোল্ডারের বেশীরভাগ প্রধান খালে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অবৈধভাবে জালগড়া এবং ঝাউ/কাঁটা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মাছ ধরছে। ফলে কৃষকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি উঠাতে নামাতে পারে না। বর্ষা মৌসুমে অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। আবার এই বাধার কারণে রবি মৌসুমে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানি উঠানো সম্ভব হয়না। এতে কৃষিকাজ ব্যহত হয়। পানি ব্যবস্থাপনা দল বিভিন্ন সময় এসব বাধা অপসারণের জন্য অনুরোধ করলেও তেমন কোন সাড়া মেলেনি। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফিরোজ আলমকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানায়। ইউপি চেয়ারম্যান বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ২৪ মে ২০১৮ তারিখে ইউনিয়নব্যাপী মাইকিং করে খাল থেকে সমস্ত অবৈধ জালগড়া এবং ঝাউ/কাঁটা অপসারণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। মাইকিং করার পর অনেকেই নিজ উদ্যোগে খাল থেকে জালগড়া এবং ঝাউ/কাঁটা অপসারণ করলেও কেউ কেউ এখনো সাড়া দেয়নি। ইউপি চেয়ারম্যান জানান, এর পরও যদি কেউ জালগড়া এবং ঝাউ/কাঁটা অপসারণ না করে তবে উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকরা আশা করছেন, খুব তাড়াতাড়ি সবাই খাল থেকে সকল জালগড়া এবং ঝাউ/কাঁটা অপসারণ করবে এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ব্লু গোল্ড বার্তা

বাড়তি আয়ে বেড়েছে সম্মান

উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার ফলে পোল্ডারে রবি শস্যের উৎপাদন বেড়েছে। বর্তমান সময়ে রবি শস্যের মধ্যে তরমুজ খুব লাভজনক। তরমুজ উৎপাদনের জমি প্রস্তুত থেকে শুরু করে মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সব কাজ নারীরা করে থাকে। বীজ বপন, চারা গাছের যত্ন নেওয়া, পানি দেওয়া, আগাছা পরিস্কার করা ও সার দেওয়া সব কাজই নারীরা করছে। কিন্তু তরমুজ বিক্রি এবং টাকা খরচের সকল সিদ্ধান্ত পুরুষরা নিয়ে থাকে। নিয়মিত মিটিং এবং অন্যান্য কাজ করার সময় ব্লু গোল্ড বিষয়টি অনুধাবন করে। পরবর্তীতে বাজার ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব বিষয়ে ২০১৭ সালে ৪৩/১এ নম্বর পোল্ডারে 'বাজার ব্যবস্থাপনা ও সংযোগ স্থাপনে নারীর ক্ষমতায়ন' পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা বেশীরভাগই ছিল নারী (নারী-৪৬,পুরুষ-৬)। প্রশিক্ষণ থেকে তারা বাজার ব্যবস্থাপনা, সংযোগ স্থাপন ও নারীর ক্ষমতায়ন ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে এবং শিখতে পেরেছে।

প্রশিক্ষণের পরে তাদের প্রয়োজনীয় ফলোআপ দেওয়া হয়। ফলে তাদের মধ্যে জোরালো আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। নারীরা এখন তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তারা বিভিন্ন এলাকার পাইকারদের সাথে যোগাযোগ করছে এবং বাজার যাচাই করছে। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাথে পণ্য বিক্রিতে অংশগ্রহণ করছে। হেলেনা বেগম বলেন, 'আগে আমি মেয়ে মানুষ ছিলাম এখন মানুষ হইছি - ট্রেনিং পাওয়ার আগে আমার স্বামী প্রায়ই তালাকের হুমকি দিত। তখন ভাবতাম কোথায় যাব? এই বাচ্চাদের নিয়ে আমি মেয়ে মানুষ কি করব? খুব ভয় পাইতাম কিন্তু এখন আমি ভয় পাইনা, মনে করি আমি মানুষ। যে কোন কাজ করতে পারব।'

গত বছর লাইলী, সালেহা, হেলেনাসহ অনেকে স্বামী ও ছেলেদের নিয়ে পাইকারদের সাথে দরকষাকষি করে তরমুজ বিক্রি করছে। বিক্রিত টাকা খরচে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের সবাই এখন বীজ, সার, কীটনাশক একসাথে কেনাকাটা করে। ফলে তাদের টাকা, শ্রম ও খরচ বেঁচে যায়। লাইলী বলেন- 'সমাজে আগে আমাদেরকে কেউ চিনত না। মহিলা বলে দাম দিত না। ব্লু গোল্ড থেকে ট্রেনিং পাওয়ার পর সমাজের মানুষ আমাদেরকে কৃষক হিসেবে সম্মান করে। সবাই মতামতের গুরুত্ব দেয় এবং প্রতিবেশী অনেকেই পরামর্শ গ্রহণ করে।'

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	২২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দল (ডব্লিউএমজি)	৫০৮টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	১৩২,৭০১ (নারী ৫৭,১২৬; পুরুষ ৭৫,৫৭৫)
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল	৪৭৮টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)	৩৯টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	এফএফএস-টিএ:৬১৫; নারী১৩১৯৫, পুং: ২১৮৭; মোট ১৫৩৮২ এফএফএস-ডিএই: ৪৭৩, নারী: ১১,৩৮৫, পুং: ১১,৬৩৩, মোট: ২৩,০১৮
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০; মাছ ১৬; প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি, এমএফএস ২০০; পুরুষ ২৮৬৯, নারী ১৭৫১
বেড়িবাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	২৬০.৪৭ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার	২৪৬টি
খাল খনন/পুন:খনন	১৬০.৪৩ কিলোমিটার
পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য	২৭,৫৫৫ (নারী ৯,৭৭১; পুরুষ ১৭,৭৮৪)
এলসিএস কাজে অংশগ্রহণকারী	২৫,০৩৯ (নারী ৮,৯৪৯, পুরুষ ১৬,০৯০)
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সঞ্চয় তহবিল	২১,৫৩৯,৩৯৬ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	২,১৮০,৭০০ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: WMG Tracker, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

কৃষক মাঠ স্কুলের সফলতা

নভেম্বর ২০১৭ থেকে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ব্লু গোল্ড টিএ টিম মোট ৬৭টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন করেছে। যার মধ্যে খুলনার ৬টি পোল্ডারে ৩৭টি এবং পটুয়াখালীর ৪টি পোল্ডারে ৩০টি স্কুল বাস্তবায়িত হয়েছে।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের ১৬৭৫ জন সদস্য কৃষক মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে ৯৫ শতাংশ নারী। তারা সেখানে বসতবাড়িতে সবজি ও ফল চাষের উন্নত কৌশল শিখেছে। হাঁস মুরিগ প্রতিপালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং পুষ্টির উপর হাতে-কলমে জ্ঞানও তারা লাভ করেছে। এখন তারা উৎপাদনকে বাজারমূখী করার জন্য তথ্য সংরক্ষণ, নেটওয়ার্কিং এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কৃষকরা তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করছে। আগে বাড়ির ২-৩ স্থানে দুই তিন রকমের সবজি চাষ করত। কিন্তু এখন ৭-৮টি স্থানে ৭/৮ রকম সবজি চাষ করছে। ফলে বাড়তি উৎপাদন বাজারে বিক্রি করছে।

দেশি হাঁস মুরগি পালনে তারা হাজল ব্যবহার করছে। মা-বাচ্চা আলাদাকরণ, বাসস্থান ব্যবস্থাপনাও তারা ভালোভাবে আয়ত্ব ও অনুশীলন করছে। খাদ্য ও রোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডিম ও মুরগির উৎপাদন বেড়েছে। যৌথভাবে ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ সহজ হচ্ছে। পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে তাদের খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এসেছে। সবজি, ফল, ডিম এবং মাংস খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে। শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৃষক মার্কেট ওরিয়েন্টেশনের বিভিন্ন উপাদান যেমন তথ্য সংরক্ষণ, বাজার অ্যাক্টরদের সাথে সংযোগ, দলীয়ভাবে উপকরণ ক্রয় এবং উৎপাদিত পন্য বিক্রির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছে। পারস্পরিক শিখন অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে তারা এখন অন্যদের মধ্যে সফলতা সম্প্রসারণ করছে।

পোল্ডার ২৬

ইউনিয়নঃ শোভনা, উপজেলাঃ ডুমুরিয়া, জেলাঃ খুলনা।

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ২৬

বিবরণ	সংখ্যা
পোল্ডারের আয়তন	২৬৯৬ হেক্টর
পানি ব্যবস্থাপনা দল	১৫টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	১টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	৪,৯১৯ জন (পুরুষ: ২,৯৯১ এবং নারী: ১,৯২৮)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	টিএ : মোট ৩২টি, মহিলা ৬৯২ জন, পুরুষ ১০৮ জন; ডিএই:৮টি মহিলা ২০০ জন, পুরুষ ২০০ জন
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল	১৫টি
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	মোট ১৭৮২জন ; মহিলা ৬৫২ জন, পুরুষ ১১৩০ জন
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	১টি
এলসিএস গ্রুপ (সমাপ্ত)	৩টি
বেড়িবাঁধ	১০.৬৯ কিলোমিটার
খাল	৮.১৭ কিলোমিটার
স্লুইস গেট	নির্মাণ ১ টি; চলমান ২ টি, সংস্কার ১টি
প্রধান শস্য	ধান ও সবজি
প্রধান সমস্যা	খাল ভরাট, বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা; রবি মৌসমে পানির স্বল্পতা

ইউপি'র সাথে যৌথভাবে শাখা খাল পুনঃ খনন

জিয়ালতলা স্লুইস ক্যাচমেন্টভিত্তিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মশালায় ক্যাচমেন্ট এলাকায় সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে। বাওড়ের খালের শাখা খাল (কোনার খাল) পুনঃখনন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তার মধ্যে অন্যতম।

কোনার খালটি এক সময় বহমান ছিল। ক্যাচমেন্ট এলাকায় পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে কোনার খাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে ময়লা, আবর্জনা ও পলি জমে খালটি ভরাট হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে এলাকার ৪২ বিঘা জমির পানি নিষ্কাশিত হতে পারত না। ঐ সকল জমিতে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়ে ধান চাষের ক্ষতি হতো।

ব্লু গোল্ড পোল্ডার টিম ইউপি সদস্য কার্তিক বাবুর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করে। তারা জমির মালিক ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রমটির গুরুত্ব তুলে ধরে। স্থানীয় ইউপি সদস্য ৪০ দিনের কর্মসূচি ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সহায়তায় যৌথভাবে কাজটি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইউপি সদস্য, পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য এবং জমির মালিকদের সমন্বিত উদ্যোগে ২০০ ফুট দৈর্ঘ্যের কোনার খালের পুনঃখনন কাজটি সম্পন্ন হয়। এই কার্যক্রম অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন এবং সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধান চাষে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

আড়বাঁধ অপসারণে ইউপির সহযোগিতা

শোভনা ইউনিয়নের ১৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে মলমলিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলটি অন্যতম। দলের সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। চিংড়া কোদালকাটা খালটি মলমলিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাধীন। খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ কি.মি. এবং চওড়া প্রায় ২৪ ফুট। খালটির আওতায় প্রায় ১২০০ বিঘা জমি, ৪টি গ্রাম এবং ৪টি পানি ব্যবস্থাপনা দল রয়েছে। খালের সাথে সংযুক্ত রয়েছে ৬টি শাখা খাল।

চিংড়া কোদালকাটা খালে ৩টি আড়বাঁধ দিয়ে ৩৫ বছর ধরে প্রভাবশালীরা মাছ চাষ করে আসছে। আড়বাঁধের কারণে ১২০০ বিঘা জমিতে জলাবদ্ধতা তৈরি হতো। নষ্ট হতো ফসল, অতিষ্ট হয়ে উঠত জনজীবন। অনেক সময় পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে বন্যার রূপ নিত। মাছের ঘেরে পানি ঢুকে মাছ ভেসে যেত।

এই প্রকট সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে মলমলিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল কয়েকবার সাধারণ সভা করে। সমস্যা সমাধানের জন্য তারা ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় খালের আড়বাঁধ অপসারণ করার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। শোভনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত কুমার বৈদ্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে সালিশ করেন। পরিশেষে, আড়বাঁধ অপসারণের সিদ্ধান্ত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের ৪০ দিনের কর্মসূচির মাধ্যমে খালের আড়বাঁধগুলি অপসারণ করা হয়েছে। খালটি বর্তমানে সবার জন্য উন্মুক্ত। সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার কৃষি উৎপাদন বেড়েছে এবং এলাকার কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সজিনা চাষ সম্প্রসারণ

সজিনা অত্যন্ত সুস্বাদু সবজি এবং এর ফুল-পাতা খুবই পুষ্টিকর। এই গাছ রাস্তার ধারে বা বসতবাড়ির পাশে অযত্নে অবহেলায় বেড়ে উঠে। সজিনা গাছ দ্রুতবর্ধনশীল, লবণাক্ততা এবং খরা সহিষ্ণু।

এই পোল্ডারে সজিনা চাষ সম্প্রসারণে পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলির সাথে মাসিক মিটিং করা হয়েছে। মিটিং এ সজিনা চাষের লাভজনক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনায় পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা জানান, কৃষক মাঠ স্কুলের পুষ্টি সেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা সজিনার পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানতে পারে। পাশাপাশি তারা সজিনা চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব জানতে পারে ও সজিনা চাষ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়।

গত বছরের সজিনা বিক্রির কিছু তথ্য: জিয়ালতলা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য গোবিন্দ রায় ৫টি গাছ থেকে ১২ হাজার টাকা, পরিতোষ ৮টি গাছ থেকে প্রায় ৯ হাজার টাকা, দেবদাস ৯টি গাছ থেকে প্রায় ৭ হাজার টাকা এবং শ্যামল রায় ৫টি গাছ থেকে প্রায় ৫ হাজার টাকা আয় করেছেন। এই তথ্য জেনে অন্যান্য সদস্যরা সজিনা চাষে খুবই আগ্রহী হয়। সে হিসেবে তারা অনেকেই বসতবাড়িতে, রাস্তার ধারে, পতিত জায়গায় সজিনার ডাল রোপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা সজিনা সংগ্রহের পর পরই সজিনার ডাল রোপন করেন। চলতি বছর তারা প্রায় চার হাজার সজিনার ডাল রোপন করেছে। ফলে পারিবারিক চাহিদা মিটানোর পর অতিরিক্ত সজিনা বিক্রি করে তাদের সংসারে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হবে।

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

পানি ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃত্বে
বেড়ীবাঁধে ভাঙ্গণ প্রতিরোধ

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার আওতাধীন পোল্ডার ৩৪/২ পার্টের ভান্ডারপাড়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চল পূর্ব হালিয়া গ্রাম। এখানে বেড়িবাঁধের উপরে এক ভেন্ট যুক্ত একটি স্লুইস রয়েছে। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেড়িবাঁধের পাশে ঘোগ হয়। এখানে পানি ব্যবস্থাপনা দল না থাকায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কেউ নেতৃত্ব দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২০১৭ সালে এই পোল্ডারে কাজ শুরু করে। স্থানীয় জনগণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব হালিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করে। এই দল গঠনের আগে এবং পরে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সিডিএফগণ পানি ব্যবস্থাপনা দলের দায়দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করে। নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করার পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার পূর্বেই বৃষ্টি শুরু হওয়ায় স্লুইসের পাশে বেড়িবাঁধে ভাঙ্গণ শুরু হয়। ফলে স্লুইস হুমকির মুখে পড়ে এবং জনগণের যাতায়াতের সমস্যা তৈরি হয়। কমিটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানায়, জরুরীভিত্তিতে কাজ করলেও ১/২ দিন সময় লাগবে। তাই পানি উন্নয়ন বোর্ডের আশায় বসে না থেকে পানি ব্যবস্থাপনা দল জরুরী মিটিং করে। তারা সাধারণ সদস্যদের নিয়ে ৩ দিনের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ভাঙ্গণ প্রতিরোধ করে। এই সফল উদ্যোগ দলকে আগামীদিনে উদ্দীপনা যোগাবে বলে দলের সভাপতি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, যৌথ প্রচেষ্টায় যে কোন কঠিন কাজ সফলভাবে করা সম্ভব।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে
বক্স কালভার্ট নির্মাণ

ভারাণীর খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ৪৭/৪ পোল্ডারে রামনা বাঁধ নদীর কোল ঘেঁষে অবস্থিত। এই পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় ছোট বড় ১২টি কালভার্ট রয়েছে। ভারাণীর খালের উপরের একটি কালভার্ট প্রায় ৫ বছর ধরে অকেজো। ফলে কোলায়/মাঠে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং মানুষের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়। এই সমস্যা সমাধানে পানি ব্যবস্থাপনা দল ৯ মে ২০১৮ দলের সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ সভা পরিচালনা করে। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সকলের চাঁদা ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে এই খালের উপর একটি কাঠের বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। দলের সদস্যরা সভার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে কাঠের বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। এতে মোট খরচ হয় সাতাশ হাজার পাঁচশত টাকা। যা দলের সদস্যরা নিজ পকেট থেকে ব্যয় করে। এখন জনগণের যাতায়াতে সুবিধা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি আমন মৌসুমে জলাবদ্ধতার সমস্যা হবে না এবং আমন ধানের বাম্পার ফলন হবে। এছাড়াও শুষ্ক মৌসুমে মিঠা পানি সংরক্ষণ করে, রবি ফসলে সেচ কাজে এই পানি ব্যবহার করা যাবে।

পানি ব্যবস্থাপনায় জিন্নাহ সরদারের অগ্রণী ভূমিকা

সাতক্ষীরার পোল্ডার ২ এর আশাশুনি উপজেলায় ২০১৪ সালে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কাজ শুরু করার পর বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত দিয়ে তিনি সহযোগিতা করেন মো. জিন্নাহ সরদার। পরে তিনি সূর্যখালী খাল-২ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এর পর তিনি ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোতাবেক তার এলাকার সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সময় স্থানীয় চাপ আসলেও তিনি পিছপা হননি। তিনি যখন দেখতে পেলেন পার্শ্ববর্তী আমোদখালী স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ফিংড়ি ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে আমোদখালী খাল খনন করা হয়েছে। এরফলে ২৫টি বিলের প্রায় ৪৩০০ হেক্টর জমি আমন ফসলের আওতায় এসেছে। তখন তিনি

মহেশ্বরকাটি স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভবেন্দ্রনাথ সরকার, সাধারণ সম্পাদক মো. আকবর হোসেন সহ অন্যান্য সদস্য ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বুধহাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ পাশের ফিংড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কে নিয়ে একটি সভা ও মাঠ পরিদর্শনের আয়োজন করেন। সেখানে ফিংড়ি ইউপি চেয়ারম্যান তার এলাকার সূর্যখালী খাল খনন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, সফলতা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। বুধহাটা ইউপি চেয়ারম্যান উদ্বুদ্ধ হয়ে মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতা করছেন। এখন সূর্যখালী খাল খনন কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছে। অগ্রণী ভূমিকা ও উদ্যোগের জন্য তিনি এখন এলাকার মানুষের কাছে সমাদৃত হচ্ছেন।

অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
তহবিল সংগ্রহের নিজস্ব উদ্যোগ

পটুয়াখালী সদরের ৪৩/২ডি পোল্ডার উত্তর বাজারঘোনা এবং দক্ষিণ ছোট আউলিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ মুগডাল সংগ্রহের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজস্ব তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থ প্রদান করা অনেক সদস্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই পানি ব্যবস্থাপনা দল দু'টি তাদের মাসিক সভায় ফসল সংগ্রহের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ এবছর মুগের অনেক ভালো ফলন হয়েছে এবং সকল কৃষকের ঘরেই পর্যাপ্ত মুগডাল মজুত রয়েছে। উত্তর বাজারঘোনা পানি ব্যবস্থাপনা দল মে মাসে ৬০ জন সদস্যের কাছ থেকে ১৬০ কেজি মুগডাল সংগ্রহ করে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ হাজার টাকা। একইভাবে দক্ষিণ ছোট আউলিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা দল ৫৫ জন সদস্যের কাছ থেকে ১২০ কেজি মুগডাল সংগ্রহ করে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৬ হাজার টাকা। সদস্যগণ অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাকার পরিবর্তে মুগডাল বা ধান দিতেই বেশী আগ্রহী।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: মো. আওলাদ হোসেন, সম্পাদক: তারেক মাহমুদ
সম্পাদনা পরিষদ: নাছরিন আক্তার খান (বাপাউবো), মো. হুমায়ুন কবীর (ডিএই), সোহরাব হোসেন, সুমনা রানী দাশ, জি. এম. খায়রুল ইসলাম, এস. এম. শার্দূল ইসলাম
সংবাদ সংযোগ: শীতল কৃষ্ণ দাস, মো. জয়নাল আবেদীন, রুকসানা বেগম, তাহমিনা আক্তার, মো. জাহাঙ্গীর আলম, নজরুল ইসলাম জুয়েল, মো. রবিউল আমীন, ডা. মুনীর আহমেদ, মো. আল আমীন, জোৎস্না, আবু জাফর
যোগাযোগ: ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ■ bluegoldbd.org ■ www.facebook.com/bluegoldprogram